Bhatter College

Dantan, Paschim Medinipur

Dept:-Music

Professor Name:-Dr.Santanu Tewari

Semester-II

B.A General-2020

DSC1BT:-History of Indian Music-I

Course Contents

Ancient period:-

1) Music in Vedic Period

A. Prak Vedic Juger Sangeet

B. Vedic Juger Sangeet

Dated:-18.04.2020

Signature of H.O.D

প্রাক বৈদিক যুগের সংগীত

ভূমিকা ঃ- আদিম যুগের পরবর্তী যুগ হ'ল প্রাক্-বৈদিক যুগ। এই যুগের সময়কাল নিয়ে বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়েছে। তবে সিন্ধু সভ্যতার যুগকেই প্রাক্ বৈদিক যুগ বলা হয়। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার সভ্যতাই যে প্রাক বৈদিক যুগের সভ্যতা, তার প্রমান পাই বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও স্যর জন মার্শাল ও রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় ও দয়ারাম সাহানী প্রমুখের গবেষণা থেকে।

সময়কাল ঃ- সিন্ধু সভ্যতার সময় কালই হ'ল প্রাক্ বৈদিক যুগের সময়কাল। মহেঞ্জোদারো, হরপ্পার ধ্বংসস্তূপের গবেষণা থেকে জানা যায় যে খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০০ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ বছর হল সিন্ধু সভ্যতার সময়কাল। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মত হ'ল - "The view that dates the Rik-Samhita in its present form to about 1000 B.C. cannot therefore be regarded as absolutely wide of the mark and altogether without any basis of Support in Indian tradition. But it must be remembered that although the Rik - Samhita might have received the final shape in about 1000 B.C.; Some of its contents are much older and go back certainly to 1500 B.C. and not improbably even so a much earlier date. (vide History and Culture of the Indian People, Vol.-I)

সাঙ্গীতিক পরিচয় ঃ- মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা প্রভৃতি স্থানে খনন করে পাওয়া গেছে হাড়ের বিকৃত বাঁশী, বীণা, চামড়ার তৈরী বাদ্যযন্ত্র ও ব্রোঞ্জের তৈরী এক নৃত্যশীলা নারী ও দুটি নর্তকের ভাঙা মুর্তি। সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসস্তূপ থেকে পাওয়া কোন একটি মুর্তির গলায় মৃদঙ্গ জাতীয় বাদ্যযন্ত্র ঝোলানো। পরবর্তীকালে আর্নেষ্টম্যাকে যখন দ্বিতীয়বার মহেঞ্জোদাড়োয় ভগ্নস্তূপ খোঁড়েন তখন সেই ভগ্নস্তূপ থেকেও পাওয়া যায় বিভিন্ন সাংগীতিক উপাদান। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য উপাদানগুলি হল -- বাঁশী, বিকৃত বীণার অবয়ব ও তিনটি ব্রোঞ্জের নৃত্যশীলা নারীমূর্তি। এই সকল সাঙ্গীতিক উপাদান প্রমান করে যে প্রাক্-বৈদিক যুগে অর্থাৎ সিন্ধুসভ্যতার যুগে সংগীত তথা গীত, বাদ্য ও নৃত্যের অনুশীলন অব্যাহত ছিল।

Prehistoric India - গ্রন্থে (পৃঃ ২৭০) ঐতিহাসিক স্টুয়ার্ট পিগট বলেছেন, "নৃত্যের সঙ্গে সে যুগে করতালের সহযোগ থাকতো। এছাড়াও নৃত্যের সঙ্গে মৃদঙ্গ, বেণু বা বাঁশী, তন্ত্রীযুক্ত বীণাশ্রেণীর বাদ্যযন্ত্র, হার্প (harp) বা লায়ার (lyre) ইত্যাদি শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হ'ত। এই বাদযন্ত্রগুলিতে সাতস্বর ধ্বনিত হ'ত।"

রায় বাহাদুর দীক্ষিত ঃ তাঁর রচিত Pre-Historic Civilisation of the Indus Valey নামক গ্রন্থে লিখেছেন - "এটা বেশ বুঝতে পারা যায় যে, নাচ, গান, ছাড়াও কণ্ঠ সংগীতের সে যুগে (সিন্ধু সভ্যতার যুগে) অনুশীলন হতো। তন্ত্রীযুক্ত বীণা প্রভৃতি এবং চামড়ার তৈরী মৃদঙ্গ জাতীয় বাদ্যযন্ত্র তো ছিলই ; গান ও নৃত্যের সঙ্গে তাল ও লয় রক্ষা করতো ঐ বাদ্যযন্ত্রগুলি।

ডঃ লক্ষ্মণ স্বরূপ ঃ সিন্ধু সভ্যতার যুগে বা প্রাক্ বৈদিক যুগে সংগীতের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যেরও যে প্রচলন ছিল তা ডঃ লক্ষ্মণ স্বরূপ রচিত "The Rigveda and Mahenjodaro"

(Indian Culture) October 1937) নামক প্রবন্ধে বলেছেন "একটি শীলমোহরে স্পষ্টভাবে নৃত্যের ছবি খোদাই করা রয়েছে; একজন একটি বাঁশী বাজাচ্ছে, আর সবাই সেই মৃদঙ্গ বাদ্যের তালে তালে নৃত্য করছে।" হরপ্পার একটি শীলমোহরে একটি বাঘের পাশে একটি নৃত্যরতা নারীমূর্তি পাওয়া গেছে। আর একটিতে একজন পুরুষের গলায় একটি মৃদঙ্গ ঝোলানো আছে। ডঃ লক্ষ্মণ স্বরূপ বলেছেন - "One seal has presented a dancing scene. One man is beating a drum and others are dancing to the tune. On one seal from Harappa, a man is playing on a drum before a tiger. On another a woman in dancing. In one case a male figure has a drum round his neck" (India Culture Vol. IV Octo. 1937 No 2P 153 তে প্রকাশিত প্রবন্ধ The Rigveda and Mohenjodaro.)

ডঃ পুশলকর ঃ তাঁর History and Culture of the India People : The Vedic age তে উল্লেখ করেছেন - " The Exquisite bronze figure of on aporiginal dancing girl (PL.V. 4.6) with her hand on the hip, in an almjost impudent posture, is a note worthy object. Her hand and legs are disproportionately long and she wears bracelets right up to ha soulder. The legs are put shightly forward with the feet teatin time to the music."

উপসংহার ঃ- সবশেষে বলা যায় যে প্রাক্ বৈদিক যুগে অর্থাৎ সিন্ধু সভ্যতার যুগে যে সব সাংগীতিক নিদর্শন পাওয়া গেছে তার থেকে বোঝা যায় যে সিন্ধু সভ্যতার যুগেও গীত বাদ্য ও নৃত্যের অনুশীলন ভালোভাবে হ'ত। তবে দুঃখের বিষয় হ'ল যে, প্রাক্ বৈদিক যুগ বা সিন্ধু সভ্যতার যুগ থেকে ভারতীয় সংগীতের ধারাবাহিকতার অভাব ছিল। সিন্ধু সভ্যতা ও বৈদিক সভ্যতার মাঝের ইতিহাস না থাকায় আমরা 'সাম বেদ' কেই ভারতীয় সংগীতিতে উৎস' বলে থাকি।

বৈদিক যুগের সংগীত

ভূমিকা ঃ- সব কিছু সৃষ্টির নেপথ্যে তার ইতিহাস আছে। তেমনি সংগীতের সৃষ্টি বা বিকাশের ক্ষেত্রেও তার ইতিহাস আছে। সৃষ্টির আদিম লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত বিচিত্র বিকাশের স্তর অতিক্রম করে, জীবনযাত্রা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অগ্রগতির ধারা অব্যাহত আছে। সংগীতের ইতিহাসও সংগীতের ক্রমবিকাশের পথেই আদিম যুগ থেকে বর্তমান রূপে এসে পরিণতি লাভ করেছে। সিন্ধু সভ্যতার যুগ তথা প্রাক্ বৈদিক যুগে সংগীতের উপকরণ যে যথেষ্ট কম ছিল, এ মত সকলেই পোষন করেন। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসস্তূপ থেকে যতটুকু সাংগীতিক উপকরণ আবিস্কৃত হয়েছে তা ইতিহাস রচনার পক্ষে পর্যাপ্ত নয় একথা সত্য, কিন্তু সংগীতের ইতিহাসের পক্ষে তারও মূল্য খুব একটা কম নয়।

সংগীতের উপকরণ ঃ- প্রাক্ বৈদিক যুগের সাংগীতিক উপকরণ আমরা হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতা থেকে পাই, নৃত্যশীলা নারীর ভগ্ন ব্রোঞ্জের মূর্তি, বাঁশী, বিকৃত বীণা, মৃদঙ্গ প্রভৃতি কয়েকটি উপাদান সাক্ষ্য দেয় যে, বৈদিক যুগেও সংগীতের অনুশীলন অব্যাহত ছিল। কিন্তু এই অনুশীলন ঠিক কি ধরনের ছিল, তার প্রমান পাওয়া কঠিন।

আর্যদের প্রবেশ ঃ- আর্যরা মধ্য এশিয়া থেকে ইরানের মধ্যে দিয়ে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে প্রবেশ করেন। আর্যরা কবে ভারতে আসেন সে বিষয়ে বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়েছে। তবে বেশীরভাগ পন্ডিতের মত হ'ল খ্রীঃ পূঃ ২০০০ অব্দে আর্যরা প্রথম ভারতের "সপ্তসিন্ধু" নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ থেকে খ্রীঃপূঃ ৮০০ অব্দের মধ্যে আর্যরা সমগ্র উত্তর ও মধ্য ভারতে অধিকার বিস্তার করেন।

বেদ ঃ- 'বেদ' হ'ল আর্যদের প্রাচীনতম গ্রন্থ। বেদের মন্ত্রগুলি দেবকুল থেকে শোনা হ'ত বলে বেদের অপর নাম 'শ্রুতি'।

বেদের চারটি ভাগ। ১) ঋক ২) সাম ৩) যজু ৪) অথর্ব। এই চারটি বেদের প্রত্যেক বেদ আবার দুই ভাগে বিভক্ত। ক) সংহিতা খ) ব্রাহ্মণ।

সংহিতা অংশটি পদ্যে রচিত - এটি গাথা ও বেদমন্ত্রের সমষ্টি। 'ব্রাহ্মণ' অংশটি গদ্যে রচিত। এই 'ব্রাহ্মণ' অংশটি প্রধানতঃ তত্ত্বকথা ও যাগ-যজ্ঞের বিধি নির্দেশ সম্বলিত। বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ এই দুই অংশ ছাড়াও 'আরণ্যক' ও 'উপনিষদ' নামে বেদের আরো দুটি বিভাগ বা অংশ পরবর্তীকালে গড়ে ওঠে। বৈদিক যুগে গানের সঙ্গে নৃত্য ও বাদ্য থাকতো।

বেদের রচনাকাল ঃ- ঋক্ সংহিতার রচনাকাল আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২০০০ থেকে ১৫০০ অব্দের মধ্যে। অন্যান্য বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণগুলি খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ থেকে খ্রীঃ পূঃ ৮০০ অব্দের মধ্যে ও উপনিষদগুলি খ্রীঃ পূঃ ৮০০ থেকে খ্রীঃ পূঃ ৫০০ অব্দে রচিত হয়। বেদকে কেন্দ্র করে আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২০০০ অব্দ থেকে সময়কে 'বৈদিক যুগ' বলা হয়ে থাকে।

ঋক্ বেদ ঃ বৈদিক যুগ শুরু হয় ঋক্ বেদ থেকে। ঋক্ বেদের সংহিতা অংশে অগ্নি, বায়ু,

বরুণ, সোম, বিশ্বামিত্র, বামদেব, অত্রি, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ প্রমুখ দেব-দেবী ও ঋষিদের কীর্তিকলাপ বা প্রশংসা সূচক মন্ত্রগুলিকে 'ঋক্' বলা হয়। এই প্রশংসা সূচক মন্ত্রগুলি অর্থাৎ 'ঋক্' মন্ত্রগুলিতে সুর যুক্ত করে গাওয়া হ'ত।

ঋক্ বেদের ১০ টি মন্ডল এবং প্রতিটি মন্ডলে ১০২৮ টি, ভিন্নমতে ১০১৭ টি সূক্ত বর্তমান। এই সূক্ত বা গানগুলি কন্ব ও অঙ্গিরা বংশের নায়কদের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল।

এই বেদে দুন্দুভি, ভূমি দুন্দুভি ইত্যাদি চামড়ার তৈরী বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে। পশুর চামড়া দিয়ে দুন্দুভি তৈরী হ'ত। মাটিতে গর্ত খুঁড়ে সেই গর্তের মুখে পশুর চামড়া দিয়ে আবৃত করে ভূমি দুন্দুভি তৈরী করা হ'ত। এই যন্ত্রগুলি উৎসব অনুষ্ঠানে ঘোষণা করার জন্য ব্যবহার করা হ'ত।

এই বেদে 'গর্গর' নামে এক বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাই। এছাড়াও 'পিঙ্গ' নামে একপ্রকার ধনুর্যন্ত্রের উল্লেখ পাই।

এই বেদে আঘাতি, ঘাটলিকা, কান্ডবীণা, নাড়ী, বনস্পতি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাই। শতর্তন্ত্রী বীণার নামও এই বেদে পাই।

সাম বেদ ঃ 'সাম' শব্দটির মানে হ'ল - সুর অথবা সুমিষ্ট স্বর। ঋক্ বেদের ছন্দ ও সুরের মিলনে সাম গানের সৃষ্টি। সামগানের স্তোত্রগুলির সংখ্যা হ'ল ১৮১০ টি ভিন্নমতে ১৮০৮ টি। দর্শপূর্ণমাস, অগ্নিস্তোত্র, চাতুর্মাস্য, সোম, বাজপেয়, রাজসূয়, অশ্বমেধ, বাদশাহ প্রভৃতি যাগ-যজ্ঞে সামগান ও তার সঙ্গে নৃত্য ও বাদ্যের প্রচলন ছিল।

বাদ্যযন্ত্র ঃ বহু ধরনের বাদ্যযন্ত্র বৈদিকযুগে প্রচলিত ছিল। এর প্রমান বৈদিক সাহিত্যগুলিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রগুলির মধ্যে আঘাতি, ঘাতলিকা, ক্ষৌণী, কান্ডি, কাত্যায়নী, পিচ্ছোরবাণ, ঔদুম্বরী বেণু, ও বীণার নাম পাওয়া যায়। যাগে সামগান ও তার সঙ্গে নৃত্য ও বাদ্য অনুষ্ঠিত হ'ত। যজ্ঞে পুরুষ বাজাতেন দুন্দুভি এবং অধ্বর্যুদের পত্নীরা গোসাপের চামড়ায় তৈরী গোধাবীণা ও কান্ডবীনা বাজাতেন।

স্বর ঃ সামগানের সাতটি স্বরের নাম হ'ল ক্রুষ্ট, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্ত্র, অতিস্বার্য। সামগানে অনুদাত্ত (মন্ত্র), স্বরিত (মধ্য), উদাত্ত (তার) স্বর ব্যবহারের উল্লেখ পাই। এদের থেকে পরবর্তীকালে বৈদিক ও লৌকিক এই সাত স্বরের বিকাশ হয়।

গান ঃ সামগানের আচার্যদের 'সামগ' বলা হয়। সামগরা সুর করে আর্চিক তথা ঋক্ মন্ত্র গান করতেন। আর্চিকের দুটি বিভাগ -- ছন্দম্ ও উত্তরা। ছন্দ আর্চিককে পূর্বাচিক বলে এবং উত্তরাকে উত্তরাচিক বলে। সামগানের বিভাগগুলি হ'ল ১) পূর্বাচিক, ২) আরণ্যক, ৩) সংহিতা, ৪) উত্তরার্চিক। যজ্ঞের অনুষ্ঠানগুলিতে উত্তরাচিক বেশী ব্যবহৃত হ'ত। আর্চিকের বিভাগগুলি বিভিন্ন রীতিতে গান করা হ'ত। তিনটি ঋক্ সম্পন্ন বা সূক্ত গানকে 'ত্রিঋচ্' বলা হয়। কয়েকটি ঋক্ নিয়ে একটি সামগান গঠিত। সামগানকেই 'বৈদিক গান' বলা হয়। কম করে ৬টি ঋকের সমন্বয়ে একটি গান তৈরী।

গায়নশৈলী ঃ বৈদিক যুগে চার ধরনের গায়নশৈলী প্রচলিত ছিল। ১) গ্রামগেয় বা প্রকৃতিগান,